ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন

পর্যালোচনা প্রতিবেদন

ফারহানা রহমান ও মো. সাজেদুল ইসলাম

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রেক্ষাপট: দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

- দারিদ্র্য বিমোচন বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)'র দারিদ্র্য ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ৪.৩ এ ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসার অঙ্গীকার করা হয়েছে
- বর্তমান ও বিগত কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ও জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে
- 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' এর লক্ষ্য ১.১-এ ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও লক্ষ্য ১.২-এ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং লক্ষ্য ২.১-এ ক্ষুধার অবসান ঘটানোর অঙ্গীকার করা হয়েছে
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সরকারের বাজেট বরাদ্দ ক্রমবর্ধমান। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে জাতীয় বাজেটের ১৬.৫৮ শতাংশ (১,২৬,২৭২ কোটি টাকা) বরাদ্দ ধরা হয়েছে
- দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা বা নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ভূমিকা বা প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরা অন্যদের তুলনায় বেশি এবং বহুমুখী প্রতিকূলতার শিকার। দুঃস্থ নারীর দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মধ্যে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) অন্যতম, যা ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট বা দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) নামে পরিচিত ছিল
- ভিডব্লিউবি কার্যক্রমে বর্তমান চক্রের (২০২৩-২০২৪) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১০,৪০,০০০ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের সংশোধিত বাজেট ১,৯৪০.২৬ কোটি টাকা ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের বাজেট ২,০২৯.১০ কোটি টাকা

প্রেক্ষাপট: এক নজরে ভিডব্লিউবি কর্মসূচি

- ভিডব্লিউবি দুঃস্থ, অসহায় এবং শারীরিকভাবে সক্ষম নারীদের 'স্বনির্ভরতার জন্য সহায়তা' করার উদ্দেশ্যে দুই বছর মেয়াদি (চক্র) পল্লী অঞ্চলের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, যা ভিজিডি নামে ১৯৮২ সালে চালু হয়। ভিডব্লিউবি কর্মসূচির অধীনে প্রথম চক্র (২০২১-২০২২) ডিসেম্বর ২০২২ এ শেষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় চক্র (২০২৩-২০২৪) ২০২৩ এর জানুয়ারি মাসে শুরু হয়েছে
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে এবং কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের মুখ্য দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদের
- ভিডব্লিউবি উপকারভোগীরা মাসিক ৩০ কেজি পুষ্টি (কার্নেল বা পুষ্টি দানা মিশ্রিত) চাল পান। এ কর্মসূচিতে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি রয়েছে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, আয়বর্ধক কর্মসূচি, এবং পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ
- কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পর উপকারভোগী পরিবারের গড় মাসিক আয় ৭৮.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (২,২৭১ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪,০৫৩ টাকা) এবং কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আগে উপকারভোগী পরিবারের মাত্র ৫ শতাংশের মাসিক আয় ছিল ৫,০০০ টাকার বেশি এবং কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পরে এ হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ শতাংশে (ভিজিডি কর্মসূচি প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ২০১২)
- বিভিন্ন প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী উপকারভোগীর খাদ্য নিরাপত্তা এবং আবাসনের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে

প্রেক্ষাপট: ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগীর তালিকা ও টিআইবি'র যাচাই বাছাই

- সরকারি এ কর্মসূচি দারিদ্র্য হ্রাস করতে এবং আয়-উৎপাদনমূলক কার্যক্রম তৈরি করতে উপকারভোগীদের সহায়তা করলেও ভিজিডি/ভিডব্লিউবি কার্যক্রমে উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় (টিআইবি, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২)
- উপকারভোগীদের সঠিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'অন্তর্ভুক্তি এবং বর্জন' ত্রুটি যথাসম্ভব দূর করা
- গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি ভিজিডি বর্তমানে ভিডব্লিউবি এর উপকারভোগী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নির্বাচিত উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই বাছাইয়ের উদ্যোগ সর্বপ্রথম ২০১৫ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলায় গ্রহণ করে
- টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সহায়তায় ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট (ইয়েস) কর্তৃক কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট উপজেলার সবগুলি ইউনিয়নে তালিকা যাচাই বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়
- এ প্রতিবেদনে বিগত তিনটি চক্রের উপকারভোগী নির্বাচনের তালিকা যাচাই বাছাই (যা একই পদ্ধতিতে করা হয়েছে) এর তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে

ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া*

উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য উপজেলা ভিডব্লিউবি কমিটি কর্তৃক অবহিতকরণ সভা আহবান, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিডব্লিউবি কার্ড সংখ্যা নির্ধারণ

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ভিডব্লিউবি কমিটি কর্তৃক ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের আবেদন প্রক্রিয়ার ওপর প্রচার প্রচারণা (মাইকিং)

অনলাইনে আগ্রহী নারীদের কাছ থেকে সরাসরি আবেদন গ্রহণ

ওয়ার্ড ভিডব্লিউবি কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীর তথ্য যাচাই ও ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক অনলাইনে ছক-২ প্রণয়ন, প্রিন্ট, ও স্বাক্ষরসহ উপজেলা ভিডব্লিউবি কমিটির কাছে প্রেরণ

উপজেলা ভিডব্লিউবি কমিটি কর্তৃক প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ভিডব্লিউবি আবেদনকারীদের উপস্থিতিতে গণজমায়েত, তথ্য যাচাই ও ছক-২ সংশোধন করে ছক-৩ (চূড়ান্ত নির্বাচনের তালিকা) প্রণয়ন ও উপজেলা ভিডব্লিউবি কমিটি দ্বারা অনুমোদন

১০ শতাংশ অপেক্ষমান তালিকা প্রণয়ন ও অনুমোদন

নির্বাচিত উপকারভোগীদের মাঝে ভিডব্লিউবি কার্ড বিতরণ

ছক-৩ এর তালিকা সংশোধনের সুযোগ দেওয়া ও অভিযোগের ভিত্তিতে তালিকা সংশোধন** এবং সংশোধিত তালিকা উপজেলা ভিডব্লিউবি কমিটি দ্বারা চূড়ান্ত অনুমোদন

* উপকারভোগী নির্বাচন, খাদ্য ও কার্ড বিতরণ সংক্রান্ত পরিপত্রে প্রদত্ত তথ্যানুসারে প্রস্তুতকৃত;

** সর্বশেষ ধাপে তালিকা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে সনাক এর সহায়তায় ইয়েস কর্তৃক স্বেচ্ছায় এবং অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে কর্ম এলাকার বাইরের উপজেলায় যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

- ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের বিভিন্ন শর্তাবলি সংক্রান্ত পরিপত্রের সীমাবদ্ধতা ও মাঠপর্যায়ে প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা
- টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের কার্যকরতা নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করা
- প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নীতিনির্ধারণী ও দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রস্তাব করা

বিশ্লেষণ পদ্ধতি

- মূলত পরিমাণগত যেখানে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে
- সনাক কর্তৃক পরিচালিত ভিডব্লিউবি/ভিজিডি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ের তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে

নির্বাচিত তিনটি চক্রে ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার ভৌগলিক/প্রশাসনিক পরিধি

- দেশের ৪৩টি জেলার ৪৫টি সনাক অঞ্চলে কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট একটি উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিডি/ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয়
- তিনটি চক্রে সর্বমোট ১০১টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের ৩,৭৭,৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয়

তিন চক্রের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও উপকারভোগীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য

চক্র	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০১৯-২০২০	৪৩	৯৬	৯০১	১,৮৭,৯৬৩
২০২১-২০২২	৪১	৫০	৫৪০	৯৫,৭৭৩
২০২৩-২০২৪	৪৩	৪৯	৫৩৪	৯৩,৭১৯
তিন চক্রে সর্বমোট	৪৩*	১০১*	৯৪৮*	৩,৭৭,৪৫৫

*পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের সর্বমোট সংখ্যা বের করা হয়েছে

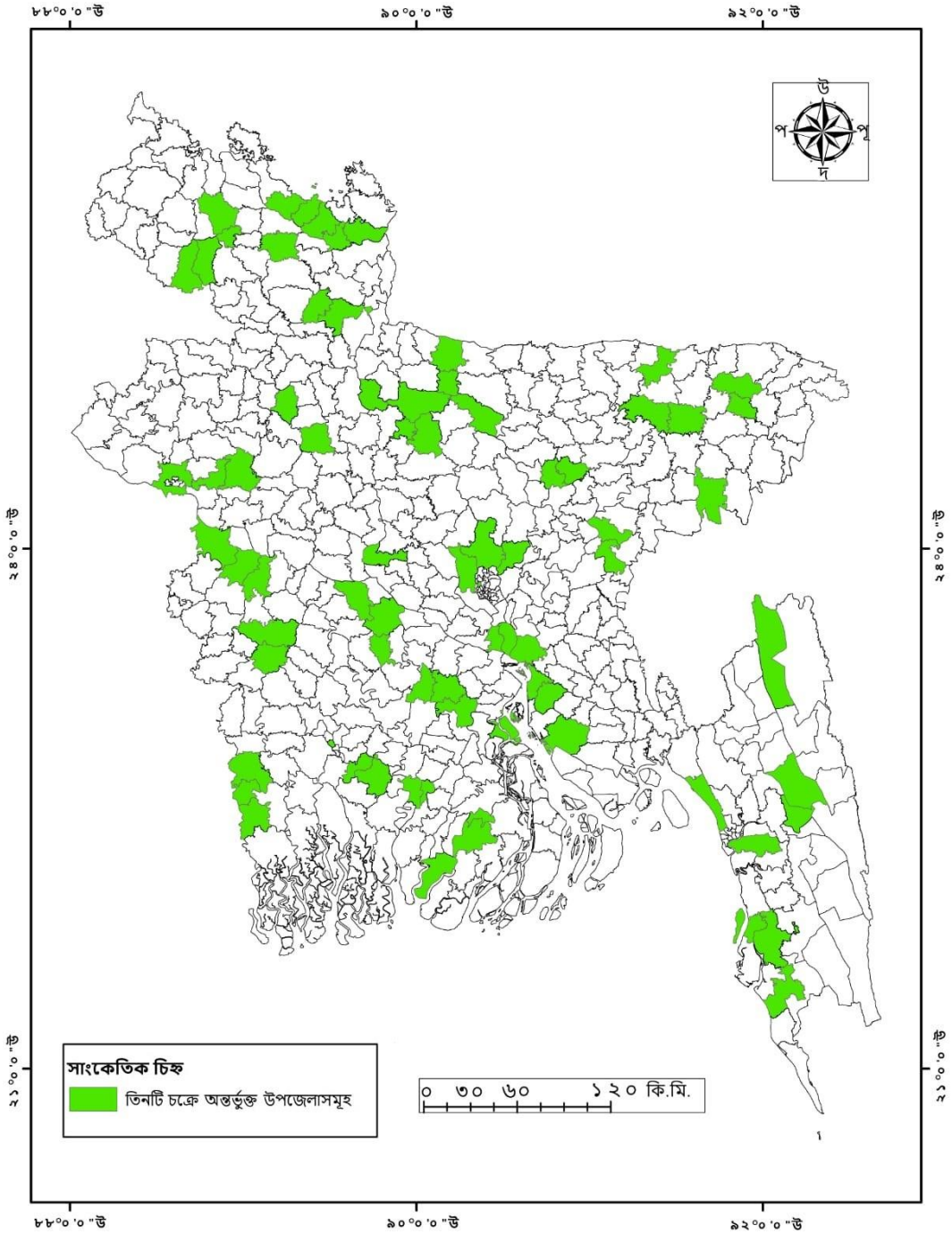

‘২০১৯-২০’, ২০২১-২২’ও ‘২০২৩-২৪’ চক্রে ১০১টি উপজেলার অবস্থান যেখানে ভিজিডি/ভিডব্লিউবি’র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয়েছে

ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ে অনুসৃত পদ্ধতি

- ভিডব্লিউবি উপকারভোগী যাচাই বাছাই কার্যক্রমটি পরোক্ষ তথ্য বা নথি যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়
- ভিজিডি/ভিডব্লিউবি'র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলির মধ্য থেকে পরোক্ষ তথ্য নির্ভরশীল দুইটি শর্তের কার্যকরতা যাচাই বাছাই করা হয়েছে
    1. **বিভিন্ন চক্রে নতুন তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে বিগত এক/দুইটি চক্রে কোনো উপকারভোগী একই সুবিধা পেয়েছে কি না তা যাচাই করা; এবং**
    2. **নতুন তালিকার কোনো সদস্য সরকার প্রদেয় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় বিধবা ভাতা বা বয়স্ক ভাতা পেয়েছে কিনা তা যাচাই করা**

কাজটি সম্পন্ন করার জন্য জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় থেকে পূর্ববর্তী দুই চক্রের এবং নতুন চক্রের উপকারভোগীর তালিকা সংগ্রহ করা হয়। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার সমাজসেবা কার্যালয় থেকে বিধবা ও বয়স্ক ভাতা'র তালিকা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে, টিআইবি'র যাচাই-বাছাই গাইডলাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষিত তথ্য যাচাইকারী ইয়েস সদস্যগণ তালিকা যাচাই-বাছাই করে।

নির্বাচিত তিনটি চক্রে ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা

- উপকারভোগী যাচাই বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে সনাক এবং ইয়েস গ্রুপ অন্তর্ভুক্তির তিনটি অযোগ্যতার দুইটি শর্ত যাচাই বাছাই করতে সক্ষম হওয়ায় (সময় ও সক্ষমতা বিবেচনায়) ত্রুটি তুলনামূলক কম আসার সম্ভাবনা
- সময় ও সামর্থ্য বিবেচনা করে অযোগ্যতার অন্য শর্ত (২০ বছরের নিচে এবং ৫০ বছরের উপরের উপকারভোগী) এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সকল কার্যক্রম দেখা সম্ভব হয়নি
- যাচাই বাছাইয়ে অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলী দেখা সম্ভব হয়নি
- কিছু ক্ষেত্রে উপকারভোগীর নাম, পিতা/অভিভাবকের নামসহ কয়েকটি জায়গা মিল থাকলেও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর মিল না থাকায় বা পুরাতন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ব্যবহার করায় উপকারভোগীকে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারায় ত্রুটি কম আসার সম্ভাবনা
- যাচাই বাছাই করে তালিকায় প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধিত নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তিতে সকল শর্তাবলি অনুসরণ করেছে কিনা তা পুনরায় দেখা সম্ভব হয়নি

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল

ভিজিডি/ভিডব্লিউবি উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ব্যত্যয়/চ্যালেঞ্জ

- ভিজিডি উপকারভোগীদের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ (৩৮.২১%) মতামত দেয় নির্বাচন প্রক্রিয়া শুধু কিছুসংখ্যক কার্ডধারীদের জন্য সঠিক ছিল (ভিজিডি কর্মসূচি প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০১২)
  - অযোগ্য ব্যক্তিদের ভিজিডি কার্ড দেওয়ার পেছেনে প্রধান কারণ ছিল স্বজনপ্রীতি (৩৮.০০%), উপকারভোগী নির্বাচন কমিটির পক্ষপাত (২৩.০০%), স্থানীয় প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ (২১.০০%), এবং ভোট প্রাপ্তি বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য (১১.০০%)
- ভিজিডি উপকারভোগী তালিকাভুক্তিতে যে সমস্ত অনিয়ম-দুর্নীতি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ঘুষ বা জোরপূর্বক অর্থ আদায়, স্বজনপ্রীতি, প্রভাবশালী বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ (টিআইবি, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২)
- ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যাপ্ত প্রচারণা না করার ফলে অনেক দুঃস্থ নারী কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারে না। ফলে সকল দুঃস্থ নারী আবেদন করতে পারে না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযোগ্য নারীর আবেদন করার ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় (টিআইবি ২০১৯)
- অভিযোগ দায়ের করা যায় ছক-৩ প্রকাশের পর, এটা সাধারণ জনগণের জানা না থাকা (টিআইবি ২০১৯)
- টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০২১ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২৯.১২% ভিজিডি উপকারভোগী তালিকাভুক্তির সময় দুর্নীতির শিকার হয় এবং ১৯.১১% উপকারভোগীকে গড়ে ১,০৮৪ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়; এ হিসেবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২১.৫৩ কোটি টাকা যা ২০২১-২২ অর্থবছরের ভিজিডি কর্মসূচির সংশোধিত বাজেটের প্রায় ১.১৭%

ভিজিডি/ভিডব্লিউবি উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ব্যত্যয়/চ্যালেঞ্জ...

- ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যাপ্ত এবং যথাযথভাবে আবেদনকারীদের তালিকা যাচাই না করা
- ছক-২ তৈরি হওয়ার পর সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে সরেজমিন কার্যকর যাচাই বাছাই না করা এবং অনলাইনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্যভান্ডার যথাযথভাবে যাচাই না করার ফলে পূর্বের দুই চক্রের উপকারভোগী ছক-৩ এ সন্নিবেশিত
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকা
- একক রেজিস্ট্রি এমআইএস (Single Registry MIS) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা না হওয়া
- ইউনিয়নভিত্তিক দুঃস্থ নারীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা না থাকায় কোন ইউনিয়নে কতজন উপকারভোগী এ কর্মসূচির আওতায় আসবে তা সঠিকভাবে নিরূপিত হয় না; অনুমাননির্ভর প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করে
- অনলাইন অ্যাপে সরাসরি আবেদন তথ্যভান্ডারে তথ্য জমা ও যাচাই বাছাইয়ে সুবিধা প্রদান করলেও দুঃস্থ নারী বিশেষকরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অ্যাপে অভিগম্যতা কম। ফলে পরনির্ভরশীল হওয়ায় অনেকে আবেদন করতে আগ্রহী হন না

উপকারভোগী নির্বাচন, খাদ্য ও কার্ড বিতরণ সংক্রান্ত পরিপত্রের সীমাবদ্ধতা

বিষয়	পর্যবেক্ষণ	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমি	অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে উপকারভোগীর নিজ মালিকানাধীন বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ০.১৫ একর উল্লেখ থাকলেও খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ উল্লেখ নেই। এমনকি আবেদন ফরমেও এ বিষয়ে তথ্য নেওয়া হয় না	স্বচ্ছল উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়
পরিবার বা খানার সর্বোচ্চ মাসিক আয়	পরিবার বা খানার সর্বোচ্চ মাসিক আয় কত হবে তা শর্তাবলির মধ্যে উল্লেখ নেই	
সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন	পরিপত্রে উপকারভোগী নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়ার কোথাও সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ করা হয়নি এবং ওয়ার্ড কমিটিতে যাচাই বাছাইয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নেই	বিধবা ভাতা ও বয়স্ক ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভিডব্লিউবি উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়

বিষয়	পর্যবেক্ষণ	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
ওয়ার্ড কমিটিতে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ	আবেদনকারীর তথ্য ওয়ার্ড কমিটির প্রাথমিকভাবে যাচাই বাছাইয়ের মূল দায়িত্ব হলেও এ কমিটিতে সচেতন নাগরিক, পেশাজীবী গোষ্ঠী এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে অনুপস্থিত	সমাজের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়
অভিযোগ নিষ্পত্তি করে তালিকার নাম সংশোধন	অনুমোদিত (ছক-৩ এ সন্নিবেশিত) বাছাইকৃত উপকারভোগীদের নামের তালিকা ইউপি নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেওয়ার পর কেউ যদি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করে তবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ তদন্ত কমিটির সদস্য কারা হবে তা পরিপত্রে স্পষ্ট করা হয়নি	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ইচ্ছামাফিক কমিটি গঠনের সুযোগ; সঠিক উপকারভোগী নির্বাচিত না হওয়ার সম্ভাবনা

বিভিন্ন চক্রের উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির চিত্র

চক্র	বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির হার (%)			
	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটির শতকরা হার (সংখ্যা)	পূর্ববর্তী চক্রে ভিজিডি কার্ড প্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)	একই চক্রে বিধবা ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)	একই চক্রে বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)
২০১৯-২০২০ (n=১,৮৭,৯৬৩)	৩.৬৩ (৬,৮২৩)	৩.৩৪ (৬,২৭২)	০.১৯ (৩৬২)	০.১০ (১৮৯)
২০২১-২০২২ (n=৯৫,৭৭৩)	৩.০২ (২,৮৯২)	২.৬৬ (২,৫৪৪)	০.২৪ (২৩৪)	০.১২ (১১৪)
২০২৩-২০২৪ (n=৯৩,৭১৯)	২.৪১ (২,২৫৯)	২.২০ (২,০৬২)	০.২০ (১৯১)	০.০১ (৬)

‘n’ তালিকাভুক্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা নির্দেশ করছে

বিভিন্ন চক্রের যাচাই বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন

চক্র	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটিযুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন* করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণের সংখ্যা	ত্রুটি সংশোধন করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণের শতকরা হার
২০১৯-২০২০	৬,৮২৩	৪,৯১০	৭১.৯৬
২০২১-২০২২	২,৮৯২	১,৯০২	৬৫.৭৭
২০২৩-২০২৪	২,২৫৯	২,০৯২	৯২.৬১
মোট	১১,৯৭৪	৮,৯০৪	-

*মোট প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ত্রুটিযুক্ত উপকারভোগী বাদ দিয়ে অপেক্ষমান তালিকা হতে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণ

২০২৩-২৪ চক্রে দশটি উপজেলা যেখানে উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি (%) বেশি

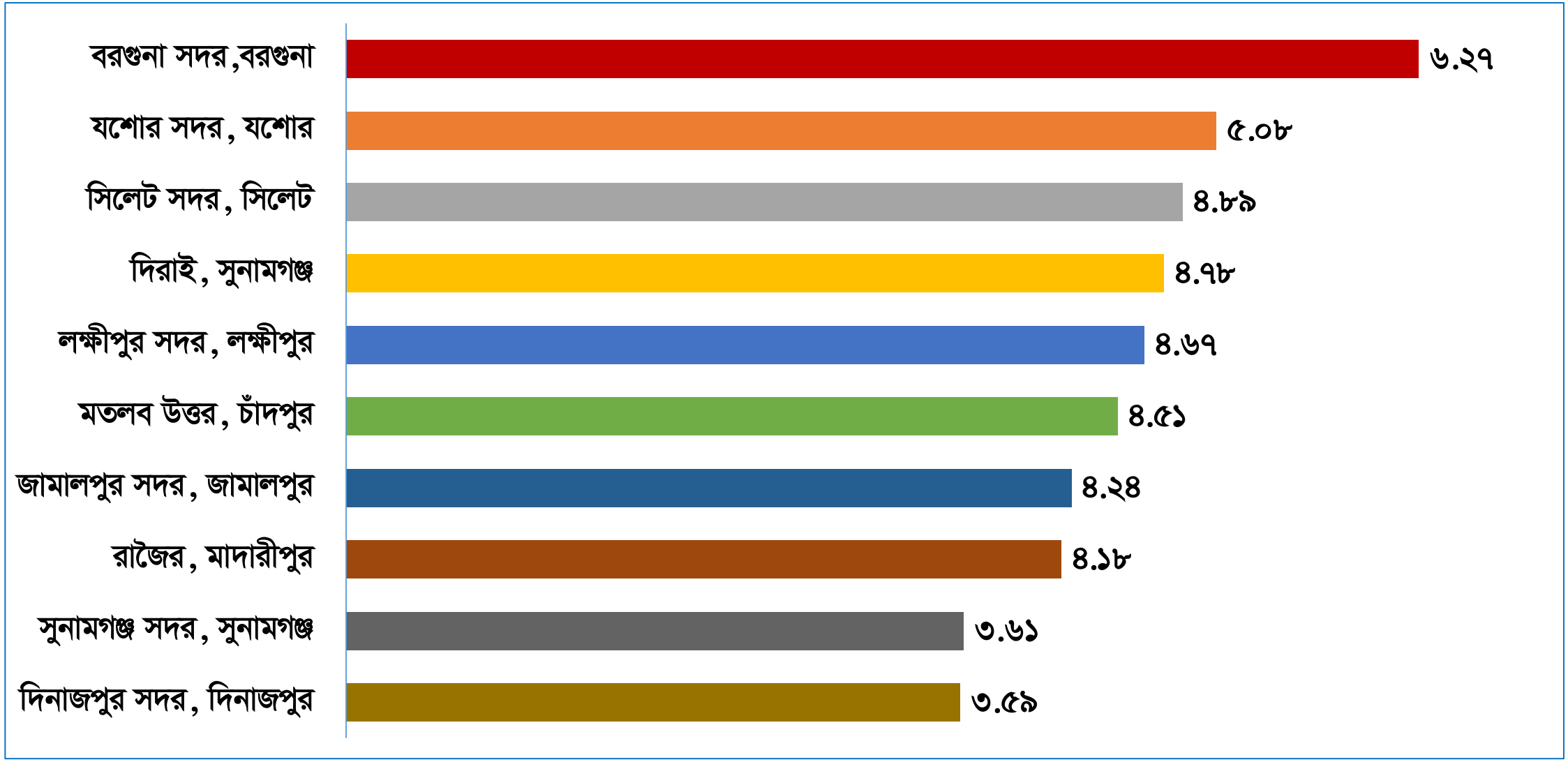

২০২৩-২৪ চক্রে দশটি উপজেলা যেখানে উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি (%) কম

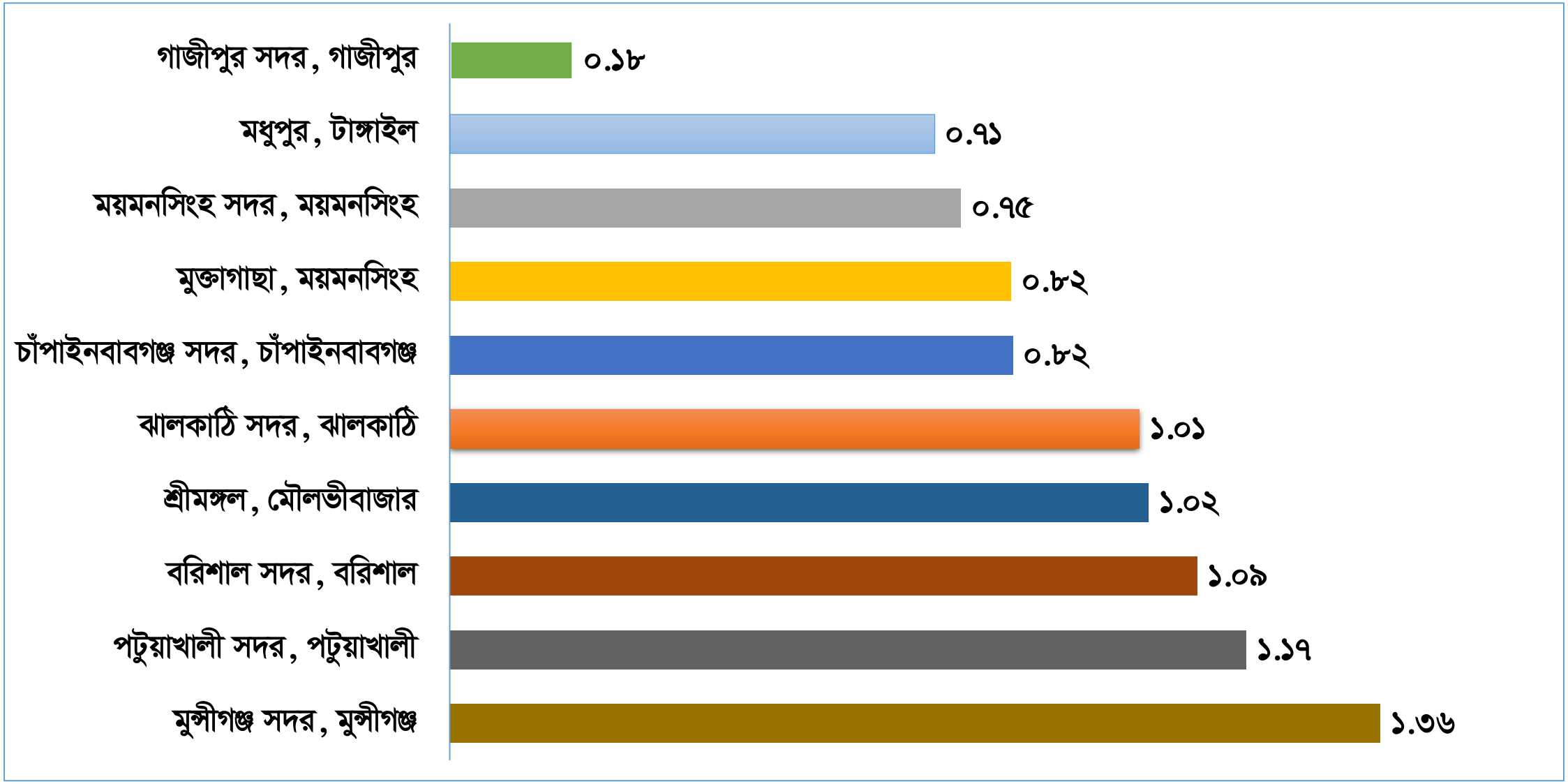

তিন চক্রে ত্রুটির বিপরীতে শতভাগ সংশোধন হয়েছে এমন এগারোটি উপজেলা

উপজেলার নাম	সংশোধিত উপকারভোগীর সংখ্যা		
	চক্র ২০১৯-২০২০	চক্র ২০২১-২০২২	চক্র ২০২৩-২০২৪
মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর	১৪৭	৫৪	৩৩
বরগুনা সদর,বরগুনা	১৩৭	১২১	১৮১
বরিশাল সদর, বরিশাল	১২২	৪১	৩৩
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	১০১	৩২	৩৫
রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী	৮২	৪৬	৩৯
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম	২৯	৫৪	৪৪
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	২৮	১২	২৬
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	২৮	৫০	১৫
সিলেট সদর, সিলেট	১৯	২৬	৪৪
রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি	১৩	১	১৮
সাভার, ঢাকা	১০	৪৮	১৫
মোট	৭১৬	৪৮৫	৪৮৩

বিভিন্ন চক্রের যাচাই বাছাই ও ত্রুটি সংশোধনের কিছু ইতিবাচক প্রভাব

- ত্রুটি কমাতে কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে আবেদনের জন্য অনলাইন অ্যাপ চালু ও ইউনিক আইডি হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার করা
- বিগত তিন চক্রে স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও) এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ২৬টি উপজেলায় সনাক কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয়েছে
- সনাকের যাচাই বাছাইয়ের পদক্ষেপে সাড়া দিয়ে তিনটি চক্রে মোট ২৪৭টি নির্দেশনার ভিত্তিতে ত্রুটি সংশোধন করে অপেক্ষমান তালিকা হতে ৮ ,৯০৪ জন নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

যাচাই বাছাইয়ের পদক্ষেপে সাড়া দিয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশনা

চক্র	নির্দেশনার সংখ্যা
২০১৯-২০২০	৭০
২০২১-২০২২	৭৮
২০২৩-২০২৪	৯৯
তিন চক্রে সর্বমোট	২৪৭

বিভিন্ন চক্রের যাচাই বাছাই ও ত্রুটি সংশোধনের কিছু ইতিবাচক প্রভাব...

- ২০১৯-২০২০ চক্রে ৯৬টি উপজেলার মধ্যে ৫১টি উপজেলায়, ২০২১-২০২২ চক্রে ৫০টি উপজেলার মধ্যে ২২টি উপজেলায়, ২০২৩-২০২৪ চক্রে ৪৯টি উপজেলার মধ্যে ৪০টি উপজেলায় ১০০ শতাংশ ত্রুটি সংশোধন করে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- টিআইবি'র তিন চক্রের যাচাই বাছাইয়ের ফলে আনুমানিক ৬,৪১০.৮৮ মেট্রিকটন চাল প্রতিস্থাপিত প্রকৃত উপকারভোগী ভোগ করতে পেরেছেন

  মেট্রিকটনে মোট চালের পরিমাণ = (সংশোধিত উপকারভোগীর সংখ্যা X মাসিক চালের পরিমাণ (কেজি) X মোট মাসের সংখ্যা)/১০০০

  = (৮,৯০৪X৩০X২৪)/১০০০; ১ মেট্রিকটন = ১০০০ কেজি)
- তিন চক্রে ৮,৯০৪ জন প্রতিস্থাপিত উপকারভোগী নারী বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- তিনটি চক্রে সর্বমোট ৩,৭৭,৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয় এবং সর্বমোট ১১,৯৭৪ জন অনুপযুক্ত উপকারভোগী চিহ্নিত হয়, ফলে অনুপযুক্ত উপকারভোগীর স্থলে অপেক্ষমান তালিকার ৮,৯০৪ জন প্রকৃত উপকারভোগীকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে
- তালিকার যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রুটি সংশোধনের হার আশাব্যঞ্জক (২০২৩-২০২৪ চক্রে ৯২.৬১ শতাংশ)
- তালিকাভুক্তির দুইটি অযোগ্যতার শর্তের মধ্যে 'পূর্বের একটি/দুইটি চক্রে একই সুবিধা পাওয়া' শর্তটি অনেকক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়নি। বর্তমান চক্রে এই শর্ত পূরণ হয়নি ২.২০ শতাংশ নির্বাচিত উপকারভোগীর ক্ষেত্রে
- উপকারভোগী নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক কার্যকর যাচাই বাছাই ও মনিটরিং এর ঘাটতির কারণে উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি দেখা যায়, যা যাচাই বাছাইয়ে উঠে এসেছে
- **Single Registry MIS** এর অনুপস্থিতি, কার্যকর যাচাই বাছাই এবং সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে সৃষ্ট ত্রুটি ভিডব্লিউবি কর্মসূচি তথা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা কঠিন হচ্ছে

সার্বিক পর্যবেক্ষণ...

- অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় তুলনামূলক স্বচ্ছল নারী উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে
- সংশ্লিষ্ট কমিটি যাচাই বাছাই সঠিকভাবে না করার পেছনে রয়েছে ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ভোট প্রাপ্তির আশা, ইত্যাদি অনিয়ম দুর্নীতি যা ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি অব্যাহত রেখেছে
- যাচাই বাছাই কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসু করার জন্যে এই কর্মসূচিতে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্যতার শর্তাবলি এবং অন্তর্ভুক্তি ও অগ্রাধিকারের শর্ত বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন

সুপারিশ

পরিপত্র সংশোধন সংক্রান্ত

১. অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ ও পরিবারের সর্বোচ্চ মাসিক আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে এবং তা আবেদন ফরমেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

২. ত্রুটিমুক্ত উপকারভোগী নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিটিতে নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করতে হবে

৩. উপকারভোগীর নামের তালিকায় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটিতে কারা নিয়োগ পাবে, তাদের যোগ্যতার শর্তাবলি, কর্ম পরিধি, প্রক্রিয়া, প্রতিবেদন দাখিলের মেয়াদ এবং গৃহীতব্য ব্যবস্থাবলি পরিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে পরিপত্রে তদন্ত কমিটির নিয়োগের শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে

সক্ষমতা সংক্রান্ত

৪. কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পরিপত্রের আলোকে সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও কমিটি'র সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে

৫. সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে একক রেজিস্ট্রি এমআইএস (Single Registry MIS) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। একক তথ্যভান্ডার তথা এমআইএসে জাতীয় পরিচয়পত্রভিত্তিক জমির মালিকানাসহ আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত ও হালনাগাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে

সুপারিশ...

সক্ষমতা সংক্রান্ত...

৬. ইউনিয়নভিত্তিক জাতীয় পরিচয়পত্রসহ দুঃস্থ নারীর তালিকা করতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং এর অনুপাতে ইউনিয়নভিত্তিক ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে

৭. অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াকে অধিকতর অভিগম্য ও সহজসাধ্য করতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহকে দুঃস্থ নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে

সচ্ছতা ও জবাবদিহি সংক্রান্ত

৮. আবেদন প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে

৯. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)-কে সহজ ও কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে-

- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদেরকে অবহিত করতে হবে, এবং বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করতে হবে
- সেবাগ্রহীতাদের জন্য যেকোন সহজলভ্য পদ্ধতিতে (অভিযোগ বাক্স, ইমেইল, ওয়েবসাইট, হটলাইন নম্বর ইত্যাদি) অভিযোগ জানানোর সুযোগ প্রদান করতে হবে
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিয়মিত (প্রতি মাসে) ওয়েবসাইটে/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে

সুপারিশ...

সচ্ছতা ও জবাবদিহি সংক্রান্ত...

১০. ভিডব্লিউবি যাচাই বাছাইয়ে তৃতীয় পক্ষকে (নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি) সম্পৃক্ত করতে হবে

১১. পরিপত্র অনুসরণ করে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে এবং যেসকল এলাকায় ত্রুটি পাওয়া যাবে সেসকল এলাকায় শতভাগ সংশোধনের উত্তম চর্চা অনুসরণ করতে হবে

১২. উপকারভোগীর চূড়ান্ত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার সংক্রান্ত

১৩. অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে

১৪. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার, প্রণোদনা ও পদোন্নতি দেওয়া সহ বিভিন্নভাবে সুরক্ষা দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে

১৫. সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযোজ্য আচরণগত নীতিমালা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে

ধন্যবাদ

ভিজিডি'র বিবর্তন

- ১৯৭৪ সালের ৩ অক্টোবর বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম শুরু হয়
- পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়
- ১৯৮৮ সালে ভিজিডি কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন কার্যক্রমে উন্নীত করা হয়
- উপকারভোগীরা শতভাগ মহিলা হওয়ায় ১৯৯৬ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় হতে এ কর্মসূচি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়
- ১৯৭৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হয়
- ২০১০-এর অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ সরকারের একক অর্থায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর মাধ্যমে ভিজিডি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে; মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্মসূচিটি পরিচালনা করছে এবং এ কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে

ভিজিডি'র বিবর্তন...

- ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (এনএসএসএস) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা একীভূত করে এ কর্মসূচির নাম পরিবর্তন করে ভিডব্লিউবি প্রস্তাব করা হয়। তবে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর দুইটি ভাতা একসঙ্গে করার বিষয়ে একমত হতে পারেনি। তাই কর্মসূচিগুলো আলাদা রেখে ২০২২ সালে তিনটি অগ্রাধিকার শর্ত যুক্ত করে এ ভাতার নাম পরিবর্তন করে ভিডব্লিউবি করা হয়

  - নতুন কর্মসূচিতে যুক্ত তিনটি অগ্রাধিকার শর্ত

    ১. উপকারভোগী পরিবারের মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেওয়া যাবে না মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে
    ২. যে পরিবারে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়ে রয়েছে এবং
    ৩. প্রত্যাগত অভিবাসী পরিবারের নারী সদস্য বা প্রত্যাগত নারী অভিবাসী

ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলি

অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলি:

- বয়সসীমা ২০ হতে ৫০ বছর। আবেদন করার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র থাকা বাধ্যতামূলক
- পরিবারে কর্মক্ষম, অসচ্ছল, তালাকপ্রাপ্ত ও স্বামী পরিত্যক্তা নারী আছে এবং কোনো উপার্জনক্ষম সদস্য অথবা অন্য কোনো স্থায়ী/নিয়মিত আয়ের উৎস নেই

অগ্রাধিকার শর্তাবলি:

- প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন অর্থাৎ খানা বা পরিবারের কোনো জমি নেই অথবা নিজ মালিকানার বসত ভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ ০.১৫ একর অথবা কম। ভূমিহীন যে সব পরিবারের নারী অসচ্ছল ও অসহায় এবং যাদের অন্য কোনো স্থায়ী/নিয়মিত আয়ের উৎস নেই
- যে পরিবার দৈনিক দিনমজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে, তবে কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে সে পরিবার
- যে সব দরিদ্র পরিবারে কিশোরী আছে সে সকল পরিবারের মা অগ্রাধিকার পাবে। কিশোরীরা নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে, বাল্য বিবাহ করবে না এবং কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত থাকবে না মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে এবং প্রদেয় অঙ্গীকার ভঙ্গকারী উপকারভোগীদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত কার্ড তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হবে

ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলি...

অগ্রাধিকার শর্তাবলি...:

- ১৫-১৮ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়ে রয়েছে এমন পরিবারের আবেদনকারী
- ঘরের দেয়াল মাটির/পাটকাঠি বা বাঁশের তৈরি হলে সে পরিবার
- অটিজম/প্রতিবন্ধী সদস্য আছে এমন দরিদ্র পরিবার ভিডব্লিউবি উপকারভোগী নির্বাচনে
- প্রত্যাগত অভিবাসীদের পরিবার ও প্রত্যাগত অভিবাসী নারীরা

অন্তর্ভুক্তির অযোগ্যতা:

- বয়স ২০ বছরের নিচে এবং ৫০ বছরের উপরে
- সরকারের চলমান অন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি/প্রকল্পের উপকারভোগী
- বিগত দুই চক্রে ভিজিডি কার্ডধারী ছিলেন

অন্যান্য শর্তাবলি:

- একটি পরিবার কেবল একটি ভিডব্লিউবি কার্ড পাবে
- কোন আবেদনকারী একটি এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা বা ভোটার না হলেও যদি তিনি সে এলাকায় বর্তমানে বসবাস করেন তাহলে তিনি প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ করা সাপেক্ষে সেই এলাকায় ভিডব্লিউবি কার্যক্রমের সুবিধা পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন